প্রথম আলো

তারিখ 29 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দারিদ্র্য পায়ে দলেছে তারা

অদম্য মেধাবী

প্রথম আলো ডেস্ক ●

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন শেরপুরের আতিউর রহমান ছিল ঢাকায়। বাবা-মায়ের অল্প আয়ে সংসার চলে না। তাই পরীক্ষার পর তিন মাসের ছুটিতে সে ঢাকায় গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারীর কাজ নেয়। এই আতিউরই তার বিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে।

পরিবারের অভাব-অনটনকে মাড়িয়ে আতিউরের মতো বাগেরহাটের মংলা উপজেলার লাবণী আক্তার, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের মো. আল আমিন ও পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার আকলিমা বেগমও জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাদের সবার ইচ্ছা—পছন্দের কলেজে ভর্তি হওয়া। এখানেও বাধা সেই দারিদ্র্য।

লড়াকু আতিউর : শেরপুর সদর উপজেলার বলাইয়েরচর ইউনিয়নের রামেরচর গ্রামের দিনমজুর মো. হযরত আলীর ছেলে আতিউর রহমান। মা অজুফা খাতুন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারীর কাজ করেন। টাকার অভাবে নবম শ্রেণিতে আতিউরের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। নানা ওয়াজউদ্দিনের সাহস-সহযোগিতায় রক্ষা পায় আতিউর। উপজেলার রামেরচর উচ্চবিদ্যালয়ের ৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে পড়া একমাত্র আতিউরই পেয়েছে জিপিএ-৫। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আলাল উদ্দিন বলেন, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আতিউরের কাছ থেকে বেতনে নেওয়া হয়নি। তবে তার গৃহশিক্ষক ছিল না। আতিউর বলল, তার বাবার কোনো জমি নেই। থাকারও তেমন ঘর নেই। তবে সে শিক্ষক হতে চায়। চেষ্টা করবে কলেজে ভর্তি হতে।

কথা রাখল লাবণী : ২০০১ সালে বাবা লুৎফর রহমান যখন হঠাৎ মারা যান, তখন লাবণীর বয়স ১১ মাস আর তার বড় বোন বৃষ্টির বয়স দুই বছর। মা বেবী বেগম তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে অকূলপাথারে পড়লেন। দুই সন্তানের খাওয়া-পরার খরচ পাবেন কোথায়? নিজেদের কোনো জমি-জিরাত নেই। ছোট্ট যে ঘরটাতে ভাড়া থাকেন, তার ভাড়া দেবেন কীভাবে?

বেবী বেগম কখনো দিনমজুর, কখনো হোটেলে ধোয়ামোছার কাজ করলেন। ভোর থেকে রাত অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। সন্তানদের প্রতি তাঁর একটাই কথা ছিল—ঠিকমতো পড়াশোনা করতে হবে। মাকে দেওয়া কথা রাখল লাবণী। এসএসসি পরীক্ষায় মংলার টিএ ফারুক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে। বোন বৃষ্টিও একই স্কুলের মানবিক বিভাগ থেকে পাস করেছে।

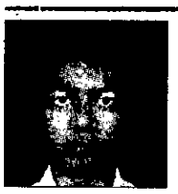

আতিউর রহমান

লাবণী আক্তার

আল-আমিন

আকলিমা বেগম

শহরের কুমারখালী এলাকায় গত সোমবার সকালে লাবণী আক্তারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, ছোট্ট একটি টিনের ঘর। তারই এক কক্ষে রান্না চলছে। পরীক্ষার ফলে লাবণীর প্রতিক্রিয়া, 'শুধু মনে হচ্ছে, মায়ের জন্য কিছু একটা করতে পেরেছি।'

লাবণী বলল, স্কুলের শিক্ষকেরা সব সময় তাকে সহযোগিতা করেছেন। সবার সহযোগিতা পেলে সে উচ্চমাধ্যমিকেও ভালো ফল করতে পারবে। লাবণীর চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা।

বেবী বেগম (৪০) বলেন, 'স্বামী মারা যাওয়ার পর কোলের দুই বাচ্চা নিয়ে প্রতিজ্ঞা করিছিলাম, যত কষ্ট হয়, হোক। মাইয়ে দুটিরে পড়াশোনা করাবই। আমার মতো অক্ষরজ্ঞানহীন হয়ে পথে পথে যেন ওদের কষ্ট করতি না হয়। কত জনের কাছে হাত পাতিছি। কেউ কাগজ কিইনে দিছে, কেউ কলম কিইনে দিছে, কেউ বই কিইনে দিছে। স্কুলের সভাপতি সাহেব ফরম ফিলাপের টাকা দিইছে। ওদের পরীক্ষার ফল দেইখে সব কষ্ট সার্থক হইছে।'

এক কাপড়ের আল-আমিনই সেরা : 'একটি শার্ট ও প্যান্ট ছাড়া আর কোনো পোশাক নেই। মাসে দু-এক দিন মাছ জুটত। মাংস কবে খেয়েছি মনে নেই। তবে বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো মাঝেমধ্যে ভালো-মন্দ খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। তারপরও প্রতিদিন ১৩-১৪ ঘণ্টা পড়তাম। শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিনা বেতনে পড়েছি। টিউশনি করে যা আয় হতো, তা দিয়ে বই-খাতা কিনতাম।'

কথাগুলো আল-আমিনের। রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ প্রপার হাইস্কুল থেকে এ বছর সে একমাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও উপজেলার ছোট ভাকলা ইউনিয়নের রসুলপুর (অম্বলপুর) গ্রামের মৃত সামাদ মোল্যার ছেলে।

মা ও চার ভাইবোনকে নিয়ে আল-আমিনের সংসার। মা কোহিনুর বেগম মানুষের বাড়িতে গৃহকর্মী ও বাইরে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান। টিনের জরাজীর্ণ দোচালা ও ছাপরা ঘরে তাঁদের বসবাস। কোহিনূর বলেন, আট বছর আগে তাঁর স্বামী চিকিৎসার অভাবে মারা যান। এরপর মানুষের সাহায্য নিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়েছেন। আল-আমিনের শঙ্কা, টাকার জন্য ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া হবে না। তাই স্থানীয় কলেজেই ভর্তি হতে হবে। চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন তারও।

অসুস্থ শরীর নিয়ে পরীক্ষা : আকলিমা বেগম কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। লতাচাপলী ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামে তাদের বাড়ি।

আকলিমা বলে, 'দিনে স্কুলের ক্লাস করতাম। বিকেলে টিউশনি করতাম। এই রহম কইর‍্যা পড়াল্যাহা করছি।'

১১ বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর বাবা আবদুল মালেক মৃধা মারা যায়। তখন উপার্জনক্ষম কোনো ব্যক্তি না থাকায় সংসারে অন্ধকার নেমে আসে। একপর্যায়ে বড় ভাই সালাহউদ্দিন মৃধা ও মেজো ভাই সুমন মৃধাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। ভাই সালাহউদ্দিন বলেন, বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা হওয়ার পরই আকলিমা অসুস্থ হয়ে যায়। অসুস্থ শরীর নিয়েই পরীক্ষা দিয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, আকলিমার টিউমার হয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে এখনো অস্ত্রোপচার করাতে পারেননি। মহিপুর কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. নাসির উদ্দিন বলেন, 'খাওয়া-পরার কষ্ট থাকলে পড়াশোনা করা সত্যিই কঠিন। আকলিমা সে কঠিন কাজটা করেছে।'

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন—**শেরপুর, মংলা** (বাগেরহাট), **গোয়ালন্দ** (রাজবাড়ী), **কলাপাড়া** (পটুয়াখালী) **প্রতিনিধি**]